চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন

‘তথ্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, আসক্তি রোধ’ শ্লোগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মনিরা পারভীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. আবু তারেক, আদর্শ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আজিজুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের মেলায় ২৪টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে।

আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আশা করবো এখান থেকে অর্জিত জ্ঞান দেশের কল্যাণে কাজে লাগবে।

শৈলকুপায় চাকুরী দেওয়ার নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এক প্রতারক চক্র।

এই চক্রটি ঝিনাইদহের শৈলকুপা, মাগুরার শ্রীপুর, কুষ্টিয়ার খোকসা

ও রাজবাড়ির পাংশা উপজেলার সাধারণ নিরীহ মানুষের সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে নগদ টাকা আবার কখনো চেক, ষ্ট্যাম্পে সই নিয়ে জিম্মি করে অভিনব কায়দায় হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা।

শৈলকুপা উপজেলার চর বাখরবা গ্রামের শরিফুল ইসলাম জানান, তার ছেলে বাধনের সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে গত ৮ মাস আগে শৈলকুপা উপজেলার গোয়ালবাড়িয়া গ্রামের সুরুজ আলির ছেলে গিয়াস উদ্দিন (তারা) স্ট্যাম্প ও চেক নিয়ে তার সহযোগী শৈলকুপা উপজেলার চর ডাউটিয়া গ্রামের সিরাজ জোয়ার্দারের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছে দেয়।

এছাড়াও এই চক্রের সাথে জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রাশিদা বেগম, একই গ্রামের মজিবর মুন্সির ছেলে আসানে ও তার স্ত্রী মোছাঃ কনা খাতুন এবং শ্রীপুর উপজেলার খড়িবাড়িয়া গ্রামের মৃত বারিক শেখের ছেলে আক্তার শেখ জড়িত।

এর পর চাকুরী দিতে না পারলে আমি চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ চায়। এখন এই প্রতারক চক্রটি আমার চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ না দিয়ে উল্টো আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

. এই চক্রের সদস্য গিয়াস উদ্দিন (তারা) বলেন, আমি চেক ও স্ট্যাম্প শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে নিয়ে জাহাঙ্গীরের কাছে দিই। এখন জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী কেন যে চেক ও স্ট্যাম্প ফেরত দিচ্ছে না তা আমি বলতে পারছি না।

তিনি আরো বলেন, চাকুরী যেহেতু দিতে পারিনি তাই অনেক আগেই চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল।

এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমার গ্রামের আসানে ও গোয়ালবাড়ি গ্রামের গিয়াসউদ্দিন তারা ও আমার স্ত্রী রাশিদা বেগমের সাথে শলাপরামর্শ করে এই কাজ করেছে। আমি এর সাথে জড়িত না। পুরো এই নাটকের সাথে জড়িত গিয়াস উদ্দিন ও আমার স্ত্রীসহ ৪/৫ জন, আমার কাছে কোন স্ট্যাম্প ও চেক নেই। আপনারা চাপ দিলে চেক স্ট্যাম্প দিয়ে দিবে।

শুধু শরিফুল ইসলামই না এমন অনেক পরিবারের সাথে প্রতারণা করে আসছে এই প্রতারক চক্রটি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি বলেছেন, গোয়ালবাড়িয়ার গিয়াস উদ্দিন ও চর ডাউটিয়ার জাহাংগীর হোসেন ও তার স্ত্রী সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে এক ভয়াবহ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে, এলাকায়। আর এই সিন্ডিকেটের পাল্লায় পড়ে অনেক পরিবারই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

তাই এলাকাবাসি প্রশাসনের কাছে দাবী অতি স্বত্তর এই প্রতারক চক্রটিকে ধরে আইনের আওতায় আনা হোক। সুষ্ঠু তদন্ত হলে থলের বিড়াল বেড়িয়ে আসবে।

করোনাকালেও বেড়েছে বাংলাদেশের জিডিপি: জাতিসংঘ

২০২০ সালে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সমান্য হলেও বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বেড়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করা বিভাগ ইউনাইটেড ন্যাশনস ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সের (ইউএন ডেসা) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়ে শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশের জিডিপি বাড়লেও ২০১৯ সালের তুলনায় তা অনেক কমেছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল আট দশমিক চার শতাংশ। যেখানে ভারতের জিডিপি নয় দশমিক ছয় শতাংশ এবং পাকিস্তানের দুই দশমিক সাত শতাংশ কমেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে চার দশমিক তিন শতাংশ, ভারতের কমে হয়েছে পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ, পাকিস্তানের এক দশমিক দুই শতাংশ, ভূটানের শূন্য শতাংশ, নেপালের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরে অনেক দেশের অর্থনৈতিক

অবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক এক শতাংশ, ভারতের সাত শতাংশ, পাকিস্তানের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ, ভূটানের তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ, মালদ্বীপের নয় দশমিক নয় শতাংশ, আফগানিস্তানের চার দশমিক চার শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কার তিনি দশমিক এক শতাংশ। বিডি প্রতিদিন

সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার

বাজারে চাল, পেঁয়াজ ও আলুর মতো নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার জন্য ব্যবসায়ীদের ‘সিন্ডিকেট’ এবং তা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)।

রাষ্ট্রীয় এই গবেষণা সংস্থাটির এক গবেষণা প্রতিবেদনে উৎপাদন তথ্যের অসামঞ্জস্যও মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার ফার্মগেইটে বিএআরসি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন বিএআরসির গবেষণা দলের সমন্বয়ক ও প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম।

চালের দাম বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের এসএসও আব্দুস সালাম, আলুর দাম বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক শেখ আব্দুস সবুর, পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান আব্দুর রশীদ।

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময় চাল, পেঁয়াজ ও আলুর বাজারে অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার কারণ উদ্ঘাটনে বিএআরসি এই গবেষণা চালায়।
তাদের প্রতিবেদনে আলাদা করে চাল, পেঁয়াজ ও আলুর দাম বাড়ার কারণ এবং তা ঠেকাতে কিছু সুপারিশ রাখা হয়।

চালের দাম বৃদ্ধি সম্প্রতি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।চালের দাম বৃদ্ধি সম্প্রতি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চালের দাম বৃদ্ধির কারণ

>> প্রায় সকল কৃষকই ধান কর্তনের প্রথম মাসের মধ্যে বাজারজাতযোগ্য উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ বিক্রি করে দেন। কিন্তু গত বোরো মৌসুমে ধান বিক্রির ধরনটি পরিবর্তিত হয়েছে। এ মৌসুমে কৃষকরা তাদের ধান মজুদ থেকে ধীরে ধীরে বিক্রি করেছেন।
>> সরকার কর্তৃক কম চাল সংগ্রহ ও যথাসময়ে আমদানির ব্যর্থতা এবং প্রয়োজনীয় বাজার হস্তক্ষেপের অভাব মূল্য বৃদ্ধির কারণ ছিল। ধানের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণ
>> বড় মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের আধিপত্য ও অসম প্রতিযোগিতা।
>> আমন মৌসুমে ধান উৎপাদনে ঘাটতির আশঙ্কা।
>> ধান চাষের ব্যয় ও প্রক্রিয়াজাতকরণের খরচ বৃদ্ধি।
>> ক্রমবর্ধমান মৌসুমী ব্যবসায়ী বৃদ্ধি।
>> প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদন হ্রাস।

আলুর মূল্য বৃদ্ধির কারণ

>> ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির আশায় কৃষক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে আলুর মজুদ ও হিমাগার থেকে আলুর কম সরবরাহ।
>> হিমাগারে মজুদকৃত আলুর পুনঃপুনঃ হস্তান্তর।
>> পাশের কয়েকটি দেশে আলু রপ্তানি।
>> মৌসুমী ব্যবসায়ী কর্তৃক আলুর বিপুল মজুদ ও কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি।
>> আলুর বাজারে সরকারের সীমিত নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অভাব।
>> বর্ষার মৌসুমের ব্যাপ্তি দীর্ঘতর হওয়ায় সবজির উৎপাদন হ্রাস ও আলুর চাহিদা বৃদ্ধি।

চালের দাম কেন এত বাড়বে: কৃষিমন্ত্রী

‘কারসাজিতে’ চালের দাম বৃদ্ধি: কৃষিমন্ত্রী
ঢাকার কারওয়ান বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনছে মানুষ।ঢাকার কারওয়ান বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনছে মানুষ।
পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণ
>> দেশীয় অসাধু বাণিজ্য সিন্ডিকেট দ্বারা বাজারে কারসাজি।
>> ভারতীয় রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা অথবা অতিমাত্রায় ভারতের উপর

পেঁয়াজে আমদানির জন্য নির্ভরতা।
>> আমদানির জন্য পেঁয়াজের বিকল্প উৎসের সন্ধানে দ্রুত কার্যক্রমের অভাব।
>> গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও মুড়িকাটা পেঁয়াজের সীমিত উৎপাদন।

ধান-চাল নিয়ে সুপারিশ

>> ধান-চাল সংগ্রহ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা, কৃষকের কাছ থেকে সরাসরিভাবে ধান সংগ্রহ করা ও মিলারদের মাধ্যমে তা চালে পরিণত করা।
>> চিকন ও মোটা দানার চালের জন্য সরকারের পৃথক ন্যূনতম সহায়তা মূল্য (এসএমপি) ঘোষণা করা।
>> ন্যূনতম ২৫ লাখ টন চাল সংগ্রহ করা এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ সংগ্রহ করার সক্ষমতা অর্জন করা যাতে করে সরকার বাজারে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।
>> বাফার স্টক হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রতি মাসে কমপক্ষে ১২ দশমিক ৫০ লাখ টন চাল মজুদ নিশ্চিৎ করা।
>> উৎপাদন ব্যয়ের উপর কমপক্ষে ২০ শতাংশ মুনাফা বিবেচনা করে ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা।

আলু নিয়ে সুপারিশ

>> কৃষি মূল্য কমিশন স্থাপন ও পরে সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন সাপোর্ট মূল্যের ঘোষণা প্রদান।
>> উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহ ও দামের তথ্যাবলীতে অস্পষ্টতা অপসারণ ।
>> হিমাগারে আলুর সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির মধ্যে রাখা।
>> আলুর বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টিকারীদের সনাক্তকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
>> আলু ও আলু দ্বারা তৈরি বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
>> বিদেশে চাহিদাকৃত আলুর জাতের উন্নয়ন ও যেসব আলু প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় সেসব আলুর জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

পেঁয়াজ নিয়ে সুপারিশ

>> অসাধু বাণিজ্য সিন্ডিকেট সনাক্তকরণ করে তাদের বিচারের

মুখোমুখি করা।
>> সঙ্কটকালীন সময়ে পেঁয়াজ আমদানির জন্য দ্রুত একাধিক রপ্তানিকারক দেশের সন্ধান করা।
>> অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা।
>> কৃষি মূল্য কমিশন গঠনের মাধ্যমে সারা বছর বাজারে পেঁয়াজের দাম নির্ধারণ ও তদারকি করা।
>> বাজারে পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ও মজুদের অগ্রিম ব্যবস্থাপনা করা।
বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকও ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী যা বললেন

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে চালের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “গত বছর বোরোর সময়ে ৩৬ টাকা দরে চাল কিনতে চেয়েছিলাম। বাজারে দাম বেশি ছিল। মূলত আগের আমনে গরিব চাষিদের কাছ থেকে ৬ লাখ টন আমন কেনা হয়েছিল। এবার এক টনও কিনতে পারিনি। ৩৬ টাকা দামে কোনো চাষি আমন দেয়নি।
“এবার আমাদের আমনের দাম ছিল ১ হাজার ৪০ টাকা মণপ্রতি। কিন্তু ময়েশ্চারের ঝামেলা এড়াতে চাষিরা ভালো দামে বাজারে চাল বিক্রি করে দিয়েছে।”
মিলার ও পাইকাররা বাজার পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে বলে স্বীকার করেন খাদ্যমন্ত্রী।

“সরকারের কাছে পর্যাপ্ত চাল না থাকায় মিলাররা সুযোগ নিয়েছে। বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আমরা চিন্তা করছি, আগামী বোরোতে সংগ্রহ বাড়াব। সরকারের গুদামে চাল না থাকলে কোনোভাবেই দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।”

আমদানি উন্মুক্ত করে এর সমাধানের পথ খোঁজার কথা বলেছেন রাজ্জাক।

তিনি বলেন, “চাল আমদানির উপর ট্যাক্স কমিয়ে ২৫ শতাংশ করেছে। কিন্তু আমদানিকারকরা বলছে, আমদানিতে এ ট্যাক্সে যে দাম পড়ে, সে দামে বাজার দরের সাথে বিক্রি করলে তাদের পোষাবে না। তারা ১০ শতাংশ করার দাবি জানাচ্ছে।”

ধান উৎপাদনে নতুন জাত নিয়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে মাঠে যাওয়ার

কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, “প্রতি বছর ২০ থেকে ২৪ লাখ নতুন মুখ আসছে। কিন্তু জমির পরিমাণ কমছে ক্রমশ। সব ফসলই তো ধানি জমিতে জায়গা করে নিচ্ছে। এর মধ্যে ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। চেষ্টা করছি উৎপাদন বাড়াতে। বর্তমানে ব্রি-২৭ ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। বিনা-১৬ ভালো একটা ভ্যারাইটি। বিনা-১৬ ধানটিকে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত মাঠে নিয়ে যেতে হবে।”

আলু ও পেঁয়াজের সঙ্কট নিয়েও কৃষিমন্ত্রী জানান নানা সঙ্কটের কথা।

আলু নিয়ে তিনি বলেন, “আলু উৎপাদন কম হয়েছে। চাপ পড়েছে করোনাকালে ত্রাণে আলু বিতরণ ব্যাপকভাবে করায়। তাছাড়া টিসিবির স্টোরেজেও আলু রাখার জায়গা নাই। গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ লাখ টন আলু এবার উৎপাদন কম হয়েছে।”

পেঁয়াজ নিয়ে রাজ্জাক বলেন, “পেঁয়াজের নতুন জাত বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করলেও পর্যাপ্ত বীজ পাওয়া যাচ্ছে না। সামার অনিয়নের জাত আসলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ উঁচু জমি নাই।”
গত ২০ অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পগুলোর সেপ্টেম্বর-২০২০ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এই গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

ওই সভায় বলা হয়েছিল, মাঠ পর্যায়ের কৃষক, মিল মালিক, কোল্ড স্টোরেজ মালিক ও স্থানীয় ভোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিএআরসির নেতৃত্বে অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কৃষি অর্থনীতিবিদরা প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করবে এবং এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন নভেম্বর মাসেই জমা দেবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় চাল, আলু ও পেঁয়াজ ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির কারণ উদঘাটনের জন্য বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের নিয়ে গত বছরের ১২ নভেম্বর বিএআরসি কাউন্সিল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি ‘স্টাডি টিম’ গঠন করা হয়।

গবেষণা কাজটি মূলত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউর (কেআইআই) মাধ্যমে প্রাথমিক ও বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

ধান-চাল বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে নওগাঁ, শেরপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলা; আলুর ক্ষেত্রে মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর ও ঢাকা জেলা এবং পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ফরিদপুর, পাবনা, নাটোর ও ঢাকা জেলা নির্বাচন করা হয়।

গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর কাউন্সিলে আয়োজিত এক কর্মশালায় স্বতন্ত্র তিনটি খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন হতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত হল।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কিত বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

ভোটের আর মাত্র দুদিন বাকী আগামী ৩০ জানুয়ারী ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। মাইক আর মিছিলের শব্দে মূখর ছিল হরিণাকুণ্ডু পৌর এলাকা। পৌরসভায় মেয়র পদে ৪জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

প্রচার প্রচারণায় নৌকা প্রতীক এগিয়ে থাকলেও, ধানেরশীষ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর জগ প্রতীকের ত্রীমূখী লাড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান পৌরসভার কাউন্সিলর ফারুক হোসেনের পক্ষে রয়েছে দলের সর্বোচ্চ সমর্থণ।

তাছাড়া ক্ষমতাসিন দলের প্রার্থী পাশ করলে এলাকার বেশী উন্নয়ন হবে বলে সাধারণ ভোটাররা মনে করেন। দলের নেতা কর্মীরাও মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা দিয়ে ভোট চাচ্ছেন, একারণে পাশ করার ব্যাপারে তারা শতভাগ আশাবাদি।

অন্য দিকে বিএনপি একসময়ের দখলে থাকা এই পৌরসভাটি পূনরুদ্ধারের চেষ্ঠা করছেন, তারা মনে করেন পর পর দু’বার জোর করে ভোট কেঁটে তাদের কে ফেল করানো হয়েছে এবার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারাই পাশ করবেন।

মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ বিরাজ করছে যদি ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকে তাহলে আমি শতভাগ আশাবাদী আগামীতে আমি হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হব।

স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিক বলেন, আমি দীর্ঘদিন পারিবারিক ভাবে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে আছি। স্থানীয় ও বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। আমার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তারা নানামূখী উস্কানিমূলক কর্মকান্ড চালাচ্ছে, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবো।

সাধারণ পৌরবাসীর দাবী সংঘাত, সংর্ঘষহীন নিরপেক্ষ ও শান্তি পূর্ণ ভোটের মাধ্যেম তাদের যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হোক।

হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৫ জন। মহিলা ৮৬৮৩ পুরুষ ৮৩৯২ জন । ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ০৯টি। নির্বাচনের দিন ন্যূনতম এক প্লাটুন (স্ট্রাইকিং) ফোর্স বিজিবি টহলে থাকবে।

প্রতি টিমে একজন ম্যাজিট্রেট, এছাড়াও ৯ টি কেন্দ্রে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্বক্ষানীক দায়িত্বে থাকবেন, সাথে পুলিশ সদস্য, আনসার, ভিডিপি সদস্য প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান নিয়োজিত থাকবে।

৩০ জানুয়ারী নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তার চাঁদরে ঢাকা থাকবে পৌরসভার সকল কেন্দ্র ও তার আশপাশের এলাকা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার রোকনুজ্জামান।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০জানুয়ারী তৃতীয় ধাপের পৌরনির্বাচনে হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মেয়র পদে ৪জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২৬জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

গাংনীতে মাদকসহ গরু

মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা সীমান্তে বিজিবির সদস্যরা ফেনসিডিল, মদ ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার ভোরের দিকে ধলা সীমান্ত ফাঁড়ি বিজিবি সদস্যরা টহলের সময় ধলার মাঠ থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১০ বোতল মদ এবং ২’শ পিচ গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ধলা সীমান্তে বিজিবি নায়েক ফারুক সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিজিবি টহল দল টহল শেষে ফেরার পথে পরিত্যক্ত অবস্থায় মদ, ফেন্সিডিল ও গরু মোটাতাজাকরণ ঔষধ উদ্ধার করেন।

ঝিনাইদহে শত্রুতা করে ঝাড়ের বাঁশ কেটে তছরুপ

পূর্বশত্রুতার জের ধরে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঝিনাইদহে এবার বাঁশের ঝাড় থেকে প্রায় ২’শ বাঁশ কেটে তছরুপ করেছে প্রতিপক্ষরা। ঘটনাটি ঘটেছে সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বয়ড়াতলা গ্রামে।

ভুক্তভোগি সোহরাব হোসেন অভিযোগ করেন, একই গ্রামের প্রতিবেশী মোদাচ্ছের শাহ এর সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার পক্ষের নজরুল ইসলাম, বাদশা বিশ্বাস, আকমল সর্দার, শহীদুল মোল্লা, সবুজ শাহ্, আলীরাজ, সাজনসহ অজ্ঞাতনামা ৮/১০ জন লোক জোট বেধে দেশীয় অস্ত্রসহ আমার বাড়িতে অনাধিকার প্রবেশ করে।

এ সময় মোদাচ্ছের শাহ্ এর হুকুমে উল্লেখিত ব্যক্তিরা আমাদেরকে অকাথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। সে সময় তাদেরকে নিষেধ করলে তারা লাঠিসোটা দিয়ে আমাকে ও আমার স্ত্রী সালেহা বেগম, ভাই বউ আসমা খাতুন, ভাই আবুল কাশেম, ফারুক হোসেন, জিল্লুর রহমানসহ আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পিটিয়ে জখম করে।

এ সময় তারা আমার স্ত্রী ও ভাইয়ের বউয়ের গলাই থাকা দুটি সোনার চেইন ছিনিয়ে নেয় এবং ঘরে ঢুকে তারা বাক্সভেঙ্গে নগদ টাকা লুট করে। পরে তারা বাঁশঝাড়ে গিয়ে প্রায় ২’শ টি বাঁশ কেঁটে নেয়। এ সময় আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা হুমকি দিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনায় সোহরাব হোসেন বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ না পেলেও ঘটনাটি আমি শুনেছি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।

দু’পক্ষের ৫ জনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে। এটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহ পিবিআই’র তদন্তে তিন কোটি টাকার প্রতারক চক্রের মূল হোতা গ্রেফতার

প্রতারণা মামলার তিন কোটি টাকার প্রতারক চক্রের মূল হোতাকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ পিবিআই। পিবিআই’র ইন্সপেক্টর সরদার বাবার আলী, ইন্সপেক্টর আমির আব্বাস, এস আলম ও এস আই তোইহিদ র্ফোসসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার মামলা নং ০৭ তারিখ ০৬/০১/২০২১ ধারা ৪০৬/৪২০/৪০৩/১০৯ পেনালকোড আসামি আকতারুজ্জামান ওরফে ছালাম (৬০) (বিভিন্ন শিল্পীপতিসহ সমাজের নীরহ লোকদের সাথে দীর্ঘদিন যাবত প্রতারণা করে আসছিল)।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের উদ্দ্যোগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

মেহেরপুরে পানি উন্নয়ন বিভাগ (বাপাউবো) এর উদ্দ্যোগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ (বাপাউবো) এই সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশল শাহিনুর জামান, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর সাধারণ সভাপতি আরিফুল এনাম বকুল,

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্পাদক সাইদুর রহমান, শহর সে¦চ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জুয়েল বিশ্বাসসহ জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী বৃন্দ।
অনুষ্টানটির সঞ্চালনায় ছিলেন দিপু।

আলমডাঙ্গায় এএমবি ইট ভাটায় পুড়ছে বনজ কাঠ

আলমডাঙ্গার কুমারি এএমবি ইট ভাটায় পুড়ছে বনজ কাঠ। পরিবেশ দূষন হলেও কর্তৃপক্ষ নিরব। দীর্ঘদিন প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই এ ভাটায় ইট পুড়িয়ে রমরমা ব্যবসা পরিচালনা করছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের সরকারি নির্মিত ভ্যাটেনারি কলেজ প্রাঙ্গণে দীর্ঘদিন অবৈধ ভাবে ভাটা পরিচালনা করে

আসছে। এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ঘন বসতবাড়ি উপেক্ষা করেই ভাটায় বনজ খড়ি পুড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে।

প্রশাসন আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করলেও এ ইট ভাটায় অদৃশ্য ছায়ায় প্রশাসনের চোঁখ এড়িয়ে যায়।

এদিকে, এএমবি ইট ভাটায় অজস্র মাটি ও ইটের গাড়ি যাতায়াতের কারণে গ্রামীণ রাস্তা ও প্রধান রাস্তায় মাটি পড়ে থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হয় এলাকাবাসীকে।

এছাড়াও, মাটি পড়ার কারণে রাস্তায় ব্যাপক ধূলার সৃষ্টি হচ্ছে হচ্ছে। ভাটা কতৃপক্ষকে এলাকাবাসী জানালেও তারা কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বরং তাদের উপরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাচ্ছে।

ইট ভাটায় খড়ি পোড়ানোর বিষয়ে ভাটা মালিক আব্দুল মজিদের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, আমাদের ইট ভাটায় খড়ি পোড়ানোর অনুমোদন আছে। আমরা খড়ি পোড়াই আর যাই করি তোমাদের কোন সমস্যা।